International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-III, May 2021, Page No. 01-12
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i3.2021.01-12

বেগম রোকেয়ার নারী উন্নয়ন ভাবনা: একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ
সালমা মোবারেক
উপ-পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া, বাংলাদেশ

Abstarct

Begum Rokeya appeared as a lighthouse of the Muslim dominated society to the East of the undivided Bangla. Considering the women condition, she continued impeccable effort at the time to persuade the women folk through writing literature. She inspired women to be self-established for the sake of women salvation. Women empowerment was the main attraction of her literary works. In this eassy, the nature of her feminist thoughts have been analysed in the light of literary works.

সূচনা: বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অবিভক্ত বাংলার পূর্বাংশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে যে অসাধারণ ও মহিয়সী নারী উন্নয়ন প্রবক্তার আবির্ভাব হয় তিনি হলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। মুসলিম সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের ভিতর থেকে তিনি কিভাবে এমন বিশ্বমানের নারীবাদী চেতনা অর্জন করলেন তা পাশ্চাত্যের কাছে আজও বিস্ময়ের বিষয়। মূলতঃ শৈশব ও কৈশোরে অবরুদ্ধ নারী জীবনের অভিজ্ঞতা এবং নারীর মর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারের চেতনা তাঁকে নারী জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে সময়ে রোকেয়া ঠিকই বুঝেছিলেন যে, নারী উন্নয়ন তথা নারী মুক্তি নারীকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েই অর্জন করতে হবে। রোকেয়াই সর্বপ্রথশ পুরুষের সমান নারীর মর্যাদা ও অধিকারের দাবি উথ্থাপন করে নারীর অধিকার ও নারীর স্বকীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। বেগম রোকেয়া ছিলেন মহিয়সী নারীর আদর্শময় প্রতিকৃতি। রোকেয়ার জীবন বিদ্রোহী নারীর জীবন যে জীবন বাংলার ঘরের নারীর জীবন ঘনিষ্ঠ, জীবন সংগ্রামী। সঙ্গে সঙ্গে আপোষহীন ও আত্মত্যাগী। তিনি কোন প্রকার মোহ, তোষামেদ, হাততালি বা বিলাসীতার ধারে কাছেও নেই। বরং নিজেকে উজাড় করেছেন নারী উন্নয়ন ভাবনায় তথা নারীর স্বাধীনতা অর্জনে। তাঁর শক্তি স্ব-শিক্ষা, স্বদিচ্ছা এবং মেধা ও যুক্তি সম্পন্ন লেখনি প্রতিভা। অথচ রোকেয়ার নারী উন্নয়ন ভাবনা যা ছিল তাঁর রচিত সাহিত্যে সেই রচনাসমূহ তথা নারীবাদী চিন্তাধারা কোন ধারার এ বিষয়ে তেমন একটা বিশ্লেষণ হয়নি। তিনি একজন উদারনৈতিক নারীবাদী ছিলেন, নাকি মার্কসীয়,

র‍্যাডিক্যাল, সমাজতান্ত্রিক, পরিবেশবাদী নারীবিদ ছিলেন, সে সম্পর্কে ধারণা লাভের আকাঙ্খা থেকেই এই প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি: এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রোকেয়ার নারী উন্নয়ন ভাবনা তথা নারীবাদী চিন্তাধারা তাঁর সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা। রোকেয়ার নারী স্বাধীনতা সম্পর্কিত মতামত বিভিন্ন রচনায়, প্রবন্ধে ও সেমিনারে স্থান পেলেও তাঁর নারীবাদী চিন্তাধারা কোন ধারার এ নিয়ে বিশদভাবে তেমন গবেষণা হয়নি। তিনি অবশ্যই একজন নারীবাদী। নারীর প্রতিটি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট।
যে সব উৎস থেকে এ প্রবন্ধের উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে: মতিচূর প্রথম খন্ড, ১৯০৪: স্ত্রীজাতির অবনতি, অর্দ্ধাঙ্গী, সুগৃহিণী, বোরকা, গৃহ এবং মতিচূর দ্বিতীয় খন্ড, ১৯২২: সুলতানার স্বপ্ন, ডেলিশিয়া হত্যা, পদ্মরাগ, সৌরজগৎ। আলোচ্য গবেষণাকে বিশ্লেষণধর্মী করার প্রেক্ষাপটে নারীবাদ এর সংজ্ঞা ও এর বিভিন্ন ধারার উপর কিছুটা আলোকপাত করা যাক।

নারীবাদ কি?

ফরাসি শব্দ Feminisme থেকে ইংরেজি Feminism শব্দের উৎপত্তি। যার বাংলা অর্থ হলো নারীবাদ। Feminism শব্দটির প্রথম প্রচলন ও ব্যবহার শুরু করেন কাল্পনিক (Utopian) সমাজতন্ত্রী চালর্স ফুরিয়ার (Charles Fourier) । ১৮৮০ খ্রি. বৈশ্বিক আন্দোলন হিসাবে ফ্রান্সে, ১৮৯০ খ্রি. যুক্তরাজ্যে এবং ১৯১০ খ্রি. যুক্তরাষ্ট্রে "নারীবাদ" শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। নারীবাদ হলো নারী ও পুরুষের মাঝে সমতার একটি তত্ত্ব, যাতে নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব বিস্তার রোধে নারীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার উপর এবং সামাজিক জীব হিসাবে সমাধিকার লৈঙ্গিক, বৌদ্ধিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষের সাদৃশ্য অধিকার লাভ করবে।[১]

১৮৯৪ খ্রি. শব্দটি ইংরেজিতে প্রচলিত হলেও ১৯৩৩ খ্রি. অক্সফোর্ড শব্দকোষের পরিশিষ্টতে এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়; আভিধানিক অর্থে, নারীবাদ হলো একটি আন্দোলন যা পুরুষের মতো নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবি করে। একজন মানুষ হিসেবে নারীর সম্পূর্ণ অধিকারের দাবি হলো, নারীবাদ। আধুনিক সংজ্ঞায় নারীবাদ হচ্ছে পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে নারীর হীন মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন এবং এই অবস্থা পরিবর্তনে নারী ও পুরুষের সচেতন ও সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ। বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান যে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন পুরুষের উপর রাজনীতি, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমন্ডলের দায়িত্ব অর্পণ করে এবং নারীকে গোটা সংসারের বোঝা বহনকারী বিনা পারিশ্রমিকের দিকে ঠেলে দেয়, নারীবাদ তার তীব্র বিরোধিতা করে। নারীবাদ মূলতঃ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিরাজমান ক্ষমতা কাঠামো, আইন-কানুন ও নীতি যা, নারীকে অধীনস্ত ও হীন করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

Rajiva Ranjan বলেন, "Feminism is the promotion of women's rights on the ground of equality of sexes. It introduced in the West, presented throughtout the globe and was illustrated by numerous people and institutions loyal to action on trust of women's rights and liberties." [২]

Kevin Harrison এবং Tony Boyd এর মতে, "Feminism; one of the most contemporary idologies to emerse efforts to analyse the social position of

women, explain their aparent secondary role in history and offer the foundation for reform and the development of women in all parts of society.” [৩]
Meghna Guhathakurta বলেন, “Feminism trusts in the methodical examination of gender division to deliver an illustrative social theory.” [৪]
Olive Banks বলেন, “Feminism largely, as a movement to *change* the situation of women, or the notions about women.” [৫]

Demise Thompson এর মতে, “Feminism is centrally concerned with query of power, power in sense of relations of power or relegation, and power in the sense of ability, capacity and opportunity to control the situations of one’s own life.” [৬]

অর্থাৎ নারীবাদ হলো একটি সামাজিক আন্দোলন যা নারীর গতানুগতিক ভূমিকা ও ভাবমূর্তির পরিবর্তন, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বিলোপ এবং পুরুষের মতো নারীর মর্যাদা ও অধিকার অর্জনে প্রয়াসী। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নারীবাদ হলো পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজ নারীর ওপর শোষণ ও নিপীড়ন সম্বন্ধে সচেতনতা এবং অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী-পুরুষের সচেতন প্রয়াস। নারীবাদ তাই কেবল সমতা ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম নয় যা, নারীর বিরুদ্ধে বিদ্যমান বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে সমান অধিকার ও আইনী সংস্কার সাধনের জন্য তাড়িত করবে এবং বরং তা পরিবারে নারীর অধঃনস্ততার মূল সমস্যাগুলো সমাধানপূর্বক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

নারীবাদের বিভিন্ন ধারা উদারনৈতিক নারীবাদ (Liberal Feminism)ঃ নারীদের প্রাচীনতম ধারা হলো উদারনৈতিক নারীবাদ যা, বিগত শতাব্দীতে একাডেমিক আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে বিদ্যমান। উদারনৈতিকতাবাদ (Liberalism) রাজনৈতিক দর্শনের একটি শাখা, প্রধানতঃ তা থেকেই এই উদারনৈতিক নারীবাদের উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গে উদারনৈতিকবাদ এর দুইটি ধারার কথা উল্লেখ করা দরকার। একটি হলো ক্লাসিক্যাল অন্যটি হলো কল্যাণমূলক। ক্লাসিক্যাল উদারনীতিতে বিভিন্ন নাগরিকের অধিকার, ভোটের অধিকার, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, কর্মের অধিকার, সম্পত্তির প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। অন্যদিকে, কল্যাণমূলক উদারনীতি নাগরিক অধিকারের চেয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়া, তারা ব্যক্তির আইনগত অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুবিধা, স্বাস্থ্যব্যয়, গৃহ নির্মাণ ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা বলো।

উপরোক্ত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকাশ বৈষম্য দূর করে সমাজে তাদের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই উদারনৈতিক নারীবাদের জন্ম। এ নারীদের মূল কথা হলো, সমাজের নারীরা লিঙ্গ বৈষম্যর স্বীকার যা, নারীকে তার নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এরা নারীকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করতে চায়। তবে তারা মনে করে যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে পুরোপুরি পরিবর্তন না করেও নারীর মর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব।

উদারনৈতিক নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা John Stuart Mill নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর রচিত On Liberty এবং The Subjection of Women বইতে উপস্থাপনা করেছেন। তিনি নারীর স্বাধীনতা তথা নারী মুক্তির জন্য নারীদের পুরুষের মতো একই সামাজিক অধিকার ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার কথা বলেছেন।

David Bouchier-এর ভাষায়, "Liberal feminism holds a wide variety of political pledges, from single issue movement (women in politics, education, media, and equal pay) to more inclusive demands for the equalization of sex roles." [৭]

মার্কসীয় নারীবাদ (Marxian Feminism)ঃ মার্কসবাদী মতাদর্শ হলো মার্কসীয় নারীবাদের ভিত্তি, যা ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক শ্রেণী বিভক্ত সমাজকেই নারীর পরাধীনতার মূল কারণরূপে চিহ্নিত করে। সমাজের বস্তুগত উৎপাদনের অন্যান্য উপায়সমূহের মতো নারী ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকার বিলুপ্তি এবং সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত অর্থে নারীমুক্তি সম্ভব। মার্কসীয় নারীবাদ মনে করে যে, ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক সমাজে পরিবার হলো নারীর জন্য এক কারাগার। নারী পরাধীনতার মূল কারণ নিহিত রয়েছে নারীকে সামাজিক উৎপাদনের কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে ঘরকন্যার কাজের মধ্যে আবদ্ধ করে সামাজিক, রাজনৈতিক, সবদিক দিয়ে পরাধীন করে রাখা।

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ (Radical Feminism): বিংশ শতাব্দীর ৬০ এর দশকে পাশ্চাত্যে এ নারীবাদী ধারার উদ্ভব ঘটে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ নারীর পুনঃউৎপাদন বা প্রজননমূলক ভূমিকা এবং এর বিস্তৃতি স্বরূপ সন্তান লালন-পালন ও সাংসারিক কর্মকাণ্ডে আবদ্ধ থাকাটাকেই নারীর অধঃস্তনতার মূলক কারণ রূপে বিবেচনা করে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ বিশ্বাস করে যে, উৎপাদন ব্যবস্থা বা সমাজ কাঠামো নয়, পুরুষের শারীরিক শক্তি, আগ্রাসী মনোভাব ও নির্যাতনের ক্ষমতা নারী নিপীড়নকে সমর্থন দেয় এবং নারীর পরাধীনতা সৃষ্টি করে। এরা নারী ও পুরুষের বিচ্ছেদের বিশ্বাসী। পিতৃতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ককে অস্বীকার করে তারা নারীর স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি করে। এখানে পুরুষকে প্রতিপক্ষ রূপে চিহ্নিত করে প্রচলিত বৈবাহিক সম্পর্ককেও অস্বীকার করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Socialist Feminism): র‍্যাডিক্যাল এবং মার্কসীয় নারীদের মিলিত রূপ হলো সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ। এতে সামাজিক ও ঐতিহাসিক কাঠামোকে নারী নিপীড়নের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তারা মনে জৈবিক পার্থক্য নয়, নারী-পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্কই নারীর মর্যাদনহীনতার জন্য দায়ী যা আবার পিতৃতন্ত্রকেও পাকাপোক্ত করেছে। তাই পিতৃতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি এই দু'য়ের মাধ্যমে নারীমুক্তি সম্ভব বলে মনে করা হয়।

পরিবেশ নারীবাদ (Eco Feminism): পুরুষ এবং সমাজ কাঠামো হাজার বছর ধরে অব্যাহতভাবে নারী ও প্রকৃতির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আসছে। সভ্যতার শুরু থেকে পুরুষতন্ত্র সমাজ জীবনের রক্ষক রূপে প্রকৃতি ও নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আসছে। আর প্রচলিত উন্নয়ন ধারা এ আধিপত্যকে আরো বিস্তৃত করেছে। তাই নারী ও প্রকৃতির ওপর সমান্তরালভাবে বিদ্যমান পুরুষের প্রাধান্যের অবসান দাবি করে পরিবেশ নারীবাদ।

নারী উন্নয়ন ভাবনা-সাহিত্য রচনা: অত্র গবেষণার বিষয় হিসেবে বেগম রোকেয়ার নারী উন্নয়ন ভাবনা তথা নারীবাদী চিন্তাধারা কোন ধারার তা তাঁর বিভিন্ন লেখার আলোকে মূল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয়। বেগম রোকেয়ার সমাজচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নারীজীবন। তাঁর লক্ষ্য ছিল নারীর মানবীয় সত্তার বিকাশ আর তার পন্থা হিসেবে তিনি বেছে নেন সমাজের সুপরিচিত পন্থাগুলো যথা-শিক্ষার প্রসার, অবরোধ প্রথার অবসান। নারীর সামাজিক অবস্থান নিরূপনে বেগম রোকেয়ার অর্ন্তদৃষ্টি ছিল অনেক দূরদর্শী, তাঁর যুগের চেয়েও বেশি অগ্রসর। আজকের বিশ্বে ''নারীর ক্ষমতায়ন'' প্রপঞ্চটি বহুল আলোচিত এবং বহুল পঠিত। কিন্তু বেগম রোকেয়া আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ভয়াবহ সঙ্গিন সমাজে অবস্থান করেও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে গবেষণা করেছেন, লিখেছেন এবং মাঠে ময়দানে কাজ করেছেন। নিজের রচনা ও সাংগঠনিক কর্মকান্ডের মধ্য দিযে নারী সমাজের মনে আর নয়নে রোকেয়া ফোটাতে চেয়েছেন জ্যোর্তিময় আলো। বলা বাহুল্য, সেই জ্যোতি কোথাও থেকে কর্জ করা না তাঁর একান্ত নিজের। আর এই তাঁর নিজের মধ্যে খুঁজেই পাওয়া যাবে রোকেয়ার আন্দোলন ও নারীবাদের প্রকৃতি।[৮]
রোকেয়া অনুভব করেছিলেন সমাজের উন্নয়ন, দেশের অগ্রগতি, সর্বোপরি তৎকালীন সমাজের গোগ্রাস থেকে নারীদের মুক্তির জন্য অবশ্যই নারীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি ''স্ত্রীজাতির অবনতি'', প্রবন্ধে তাই বলেছেন, ''আমরা সমাজেরই অর্দ্ধঅঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে-একই। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতা ও মাতা উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে সর্বত্র আমরা যাহাতে তাহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক।''[৯]

নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে আপন ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি আরও লিখেছেন, ''স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে, পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনতাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়ো লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিষ্টার, লেডি জর্জ সবই হইব।''[১০]

তিনি আরো বলেন, '' আয় করিব না কেন? আমাদের কি হস্ত নেই, কদম নেই, না বুদ্ধি নেই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহস্থালীকার্যে ব্যবহার করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবস্থা করতে পারিব না? আমরা যদি পাতশাহী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে পতি দূর্লত হয়েছে বলিয়ে কন্যাদের কেঁদে মৃত্যু কেন? কন্যাগুলোকে সুশিক্ষিত করিয়া কর্মক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও নিজের অন্ন, বস্ত্র নিজে আয় করুক।[১১]

তিনি সমাজে নারীর অবনত অবস্থার জন্য সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, নারী-পুরুষের মধ্যকার বিরাজমান সামাজিক বৈষম্যসহ নারীর সমান সুযোগের অভাবকে দায়ী করেছেন তেমনি নারীর অসচেতনতা, নিষ্ক্রিয়তা, দায়িত্বহীনতা ও মানসিক দৃঢ়তার অভাবকেও দায়ী করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি 'স্ত্রী জাতির অবনতি'তে আরো বলেন, ''সৃষ্টিকর্তা তাকেই সহয়তা করেন, যে নিজেকে নিজে সহয়তা করে। তাই বলে আমাদের অবস্থা আমরা গণ্য না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবলেও তাহা হইতে আমাদের ষোল আনা লাভ হবে না।''[১২]

এখানে রোকেয়ার চিন্তাধারা নৈতিক নারীবাদী ধারার পর্যায়ভুক্ত হয়। এখানে তিনি নারী স্বাধীনতার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রয়োজনে নারীদের তিনি পুরুষদের মতো পেশা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

রোকেয়া তাঁর ''অর্দ্ধাঙ্গী'' প্রবন্ধে স্বামী-স্ত্রীর তুলনা দেন এভাবে, ''স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন স্ত্রী তখন একটা বালিশের কভারের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনার সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রমালা বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলনাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধুমকেতুর গতি নির্ণয় করেন স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল, জল ওজন করেন এবং রাধুনীর গতি নির্ণয় করেন।''[১৩]

তিনি এভাবে বিভিন্ন তুলনা টেনে দেখান যে, নারী-পুরুষের কর্ম প্রকৃতির ধরনই পৃথক যা তাদের সমাজে ভিন্ন অবস্থান দিয়েছে। এখানে তিনি নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মনে করেন নারীকে যদি যথাযথ শিক্ষার মাধামে বাইরের জগতে চলতে দেয়া হয়, তাহলে তারাও সমাজে পুরুষের ন্যায় সমকক্ষতা লাভ করতে পারবে। তিনি শিক্ষাকে নারীর শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন, ''এ শক্তি লাভ করলে নারীর উন্নয়ন ঘটবে। পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে তার ক্ষমতায়ন হবে।''[১৪] এটা ছিল তাঁর নারীকে অর্থনৈতিকভাবে সয়ংসম্পূর্ণ করার যুগান্তকারী আহ্বান। এখানে তাঁকে আমরা একজন উদারনৈতিক নারীবাদী হিসেবে দেখি।

''সুগৃহিণী'' প্রবন্ধে রোকেয়া বলেন, ''আশা করি আপনারা সকলেই সুগৃহিনী হইতে ইচ্ছা পোষণ করেন এবং সুগৃহিণী হইতে হইলে যে, যে গুণের আবশ্যক তাহা শিক্ষা লাভ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনাদের অনেকেই প্রকৃত সুগৃহিণী হইতে পারেন নাই। কারণ তাহাতে বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক, যাহা আমরা লাভ করিতে পারি নাই। কারণ সমাজ আমাদের উচ্চশিক্ষা লাভ অনাবশ্যক মনে করে।''[১৫]

''সুগৃহিণী''তেও তিনি নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মনে করেন গৃহিণীদের ঘরকন্যার দৈনন্দিন কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্যও বিশেষ জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন। গৃহ ও গৃহসামগ্রী পরিস্কার ও সুন্দররূপে সাজিয়ে রাখা, পরিমিত ব্যয়ে গৃহস্থালী সম্পন্ন করা, রন্ধন ও পরিবেশ, সন্তান পালন করা, প্রতিটি কাজে শিক্ষার প্রয়োজন, যা উদারনৈতিক নারীবাদের অন্যতম প্রধান শর্ত।

যৌতুকের সমালোচনায় তিনি 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে বলেন, ''আর বিবাহ যেন ধন ও ভূষণের জন্য না হয়। কন্যা পণ্য দ্রব্য নহে যে, তার সাথে মোটরগাড়ী ও তেতলা বাড়ি বিনামূল্যে দিতে হবে।''[১৬]

''বোরকা'' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, ''আমরা ন্যায়বিরুদ্ধ পর্দা ছেড়ে প্রয়োজনীয় পর্দা রাখব। দরকার হলে অবগুণ্ঠন ওরফে বোরকাসহ মাঠে বেড়াতে আমাদের অসম্মতি নেই। স্বাস্থ্যের অগ্রগতির জন্য শৈলবিহারে বের হলেও বোরকা সাথে থাকতে পারে। বোরকা পরিয়া চলাফেরার কোন সমস্যা হয় না। তবে সেজন্য সামান্য রকমের একটু চর্চা থাকা চাই। বিনা চর্চায় কোন কাজ হয়?''[১৭]

এ মন্তব্য হতে আমরা এটাই বুঝতে পারি যে, প্রয়োজনে তিনি অবরোধ প্রথা মেনে চলার কথা বলেছেন এবং বোরকা পরিহিত অবস্থায় যে কোন কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি লিখেছেন যে, আমরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হলে সমাজও উন্নত হবে না। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক জগতে

পুরুষদের সমকক্ষ না হই ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদের সব ধরনের জ্ঞান চর্চা করতে হবে। শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হয়েছি।

তিনি ''গৃহ'' প্রবন্ধেও নারীদের অন্তঃপুরের ক্ষতস্থানগুলো অত্যন্ত সূক্ষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন, ''সাধারণতঃ পরিবারের প্রধান পুরুষটি মনে করেন গৃহখানা তার বাটী পরিবারের অন্যান্য লোকেরা তার আশ্রিতা। বাড়ির মহিলারা কোনকালে বাড়ির বাইরে বের হন না, এই তাদের বংশগৌরব। কখনও ঘোড়ার গাড়ি বা অন্য কোন যানবাহনে আরোহণ করেন নাই।''[১৮] বস্তুতঃ গৃহেও নারীদের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নেই। এ প্রবন্ধেও তিনি নারীদের নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হবার আহ্বান জানান।

১৯০৫ খ্রি. তিনি ইংরেজিতে "Sultana's Dream" রচনা করলে ১৯০৮ খ্রি. তিনি সেটির বাংলা অনুবাদ করেন " সুলতানার স্বপ্ন" নামে। নারীর মুক্তি ও জাগরণের যে স্বপ্ন রোকেয়া দেখতেন, সাহিত্য জীবনের গোড়াতে সে স্বপ্ন-কল্পনাকেই তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর ''সুলতানার স্বপ্ন'' উপন্যাসে। সুলতানার স্বপ্ন-এ রোকেয়া যে, নারীস্থান (Lady Land) কল্পনা করেছেন সেখানে নারীরা সকল অর্থেই স্বাধীন, অবরোধ মুক্ত। তবে নারী-পুরুষের সম্পর্ক সেখানে সমানাধিকারের নয়। নারীর স্থানে নারীর প্রাধান্য।[১৯]

নারীস্থান (Lady Land) নামে নারী শাসিত যে স্বপ্ন-রাজ্যের ছবি তিনি এঁকেছেন তা সবদিক থেকেই শ্রেষ্ঠ। সেখানে কখনও মহামারী হয় না। মশার কামড় নেই, অকাল মৃত্যু হয় না বললেই চলে এবং পুরুষ জাতি শৃংখলাবদ্ধ থাকায় চুরি, ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি নেই বলে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেটেরও দরকার পড়ে না। তাঁর ভাষায়, ''স্বয়ংপূর্ণ'' সেখানে নারীরা নারীবেশে রাজত্ব করেন। মূলতঃ পুরুষশাসিত সমাজে নারীর ওপর সমাজ তথা পুরুষের অবিচার ও নিপীড়নের প্রতিবাদ হিসেবে এবং নারীকে তার সক্ষমতায় বিশ্বাস জন্মাতে রোকেয়া এ রকম নারী স্থানের (Lady Land) পরিকল্পনা করেন। পাশাপাশি সমাজের উন্নতির জন্য নারী ও পুরুষের সম অংশীদারিত্বের কথাও বলেন।

বেগম রোকেয়া তাঁর নারীবাদী চেতনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখিয়েছেন ''সুলতানার স্বপ্ন'' (Sultana's Dream) রচনাটিতে। তাঁর নারীবাদী চেতনার মূল লক্ষ্য ছিল নারীর মুক্তি। কিন্তু তাঁর নারীবাদী চেতনা আজকের দিনের যৌনাশ্রায়ী আন্দোলন ছিল না। তাঁর রচনাতে সামাজিক বাস্তবতা কঠোরভাবে পরিস্ফুটিত হবার কারণে তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজপতিদের বিরুদ্ধে যাওয়াতে কেহ তাঁকে পুরুষবিদ্বেষী হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে দেখা যায়। কিন্তু তিনি পাশ্চাত্যে নারীবাদী লেখিকা মেরিওলস্টোনক্র্যাফ্‌টের (Mary Wollstonecraft) মতোই পুরুষবিরোধী ছিলেন না। তিনি পুরুষ ও নারীকে একে অন্যের প্রতিপক্ষ মনে করেননি। তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন যে, সমাজের অগ্রগতির জন্য, প্রগতির জন্য নারী-পুরুষের উভয়ের সাম্যবাদী অবস্থান আবশ্যক। সমাজে নারীর অগ্রগতি ব্যতিত পুরুষের পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। নারীর অগ্রগতি তথা নারী স্বাধীনতা বলতে তিনি পুরুষের মতো উন্নত অবস্থাকে বুঝিয়েছেন। তিনি পুরুষকে বাদ দিয়ে নারীর স্বশাসনকে বুঝাননি। পুরুষকে বাদ দিয়ে নয় বরং পুরুষের সাথে সাথে নিজের যোগ্যতা লাভের জন্য তিনি নারীকে আহ্বান জানান। দেশের যোগ্য কন্যা হবার জন্য তিনি বলেন, ''প্রথমতঃ পারিবারিক জীবনে পুরুষের পাশাপাশি চলার মানসিকতা ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। নারীরা নীচু জাতি না। নারী অগ্রগতি লাভের জন্য নারীর সামনে আদর্শ হিসেবে পুরুষের অবস্থানের সমকক্ষতা অর্জন করতে হবে।

পুরুষের অবস্থান আমাদের অগ্রগতির প্রতিমান। একটি পরিবারের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে যে রকম সমকক্ষতা থাকা উচিত সমাজেও তাহা চাই। যেহেতু পুরুষ সমাজের ছেলে আর নারী সমাজের মেয়ে।''[২০]

তিনি নারীর স্বশাসনের কথা বলে নারীকে পুরুষের সমতুল্য হবার কথা বলেছেন কিন্তু তিনি যে পুরুষবিদ্বেষী ছিলেন না তা তিনি তাঁর ''সৌরজগৎ'' উপন্যাসে বলেছেন, ''পরস্পরের ঐক্য থাকাও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই ঐক্য যেন আস্থার উপর স্থাপিত হয়। ঐক্যের মূলে একটা মহৎ গুণ থাকা প্রয়োজন।''[২১]

তিনি নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রসঙ্গে ''সৌরজগৎ'' উপন্যাসে আরো বলেন, ''গ্রহমালা স্ব-স্ব-কে থাকিয়া রবিকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণ কার্যে গ্রহণের আদল ও ঐক্য আছে অর্থাৎ, সকলেই ঘুরে। এই হল আদল কিন্তু তাই বলে যে সকল গ্রহই একই সাথে উঠে একই সাথে বসে তাহা নহে। তাদের আবার নিজস্ব স্বাধীনতা আছে।''[২২]

তিনি নারীর মত প্রকাশের অধিকার সম্পর্কে ''সৌরজগৎ'' উপন্যাসে আরো বলেন, ''অবলাদেরও চুকর্ন আছে, চিন্তাশক্তি আছে উক্ত শক্তিসমূহের অভ্যাস যথাযথভাবে হওয়া উচিৎ। তাদের বাকশক্তি কেবল শিখানো কথা উচ্চারণ করার জন্য নহে।''[২৩]

লেখিকা মেরি করেলি'র (Marie Corelli), "Murder of Delicia" উপন্যাসের গল্পাংশের তিনি অনুবাদ করেছেন, ''ডেলিশিয়া হত্যা'' নাম দিয়ে। ডেলিশিয়া হত্যা'য় ইংরেজ কন্যা ডেলিশিয়ার তুলনায় ভারতবর্ষীয় মজলুমার আত্নসম্মান অভাবের কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ''ইহার কারণ এদেশে নারী শিক্ষার অভাব।'' ডেলিশিয়ার স্বাধীনচেতা মনোভাব ও প্রখর আত্নমর্যাদাবোধ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, ''ঐরূপ উচ্চভাব ও সুমার্জিত রুচিলাভ করিতে হইলে সুশিক্ষার আবশ্যক।''

কাহিনীর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, ''ডেলিশিয়া স্বাধীন রাজার জাতি এবং অন্তঃপুর বন্দিনী নহেন। আর মজলুমা পরাধীনা, প্রজার জাতি এবং কঠোর অবরোধ বন্দিনী। কিন্তু উভয়ের অবস্থাগত পার্থক্য কতটুকু অধিক নয়, উভয়ে অবলা। উভয়ই সমাজের অত্যাচারে মর্মপীড়িতা। কিন্তু ডেলিশিয়া বিদূষী এবং মজলুমা নিরক্ষর, এই একটা ভারী পার্থক্য আছে। সুশিক্ষিতা ডেলিশিয়া জীবনসমর প্রাঙ্গণের অমিততেজা বীরার ন্যায় (স্বামীরূপ) গুপ্তঘাতকের শরাঘাতে নিহত হয়। যৎকালে অশিক্ষিত মজলুমা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় অত্যাচারী স্বামীর পদতলে মদিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করে।''

এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, ডেলিশিয়ার আত্নমর্যাদাবোধ আছে কিন্তু মজলুমার তা নেই। নির্যাতিতা প্রপীড়িতা হলেও ডেলিশিয়ার কেমন এক প্রকার মহীয়ান-গরীয়ান ভাব আছে যা, মজলুমার নাই কারণ এদেশে নারীশিক্ষার অভাব।

পূর্বোক্ত রোকেয়া সাহিত্য সম্ভার পর্যালোচনা করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, উদারনৈতিক নারীবাদের প্রবক্তা Mary Wollstonecraft তাঁর, "The Vindication of the Rights of Woman (1792)" এবং জন John Stuart Mill তাঁর "The Subjection of Women (1869)" এ নারী অধিকারের ব্যাপারে যে সব বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন তার সাথে রোকেয়ার বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়। John Stuart Mill বলেন, "Women should have equivalent rights with men, grounded on equal cause and education, an equal right to work and to vote.

There was no lucid reason why the exclusivity of women in having offspring should lead to their being denied equal rights with men." [২৪]

বিশেষ করে Mary Wollstronecraft- এর বক্তব্যের সাথে রোকেয়ার বিভিন্ন বক্তব্যের সাদৃশ্য সহজেই দৃশ্যমান। যখন ১৭৯২ খ্রি. তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয়, সে সময়কার ইংল্যাণ্ডের সামাজিক অবস্থা ও তাতে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রোকেয়ার সময়ের এ দেশীয় নারীর অবস্থার সাদৃশ্যই হয়তো এর বড় কারণ। একই ধরনের সামাজিক পটভূমিতেও প্রায় অনুরূপ দায়বোধ থেকে ভিন্ন দেশ-কালেও একই রকম চিন্তার স্ফুরণ ঘটা অসম্ভব নয়। Mary Wollstronecraft তাঁর রচনায় মূলতঃ যে কথার ওপর জোর দিতে চেয়েছিলেন তা হলো, ''মুক্তির প্রয়োগযোগ্যতা, পুরুষ ও নারীর জন্য অভিন্ন।''[২৫] তাঁর মতে, প্রকৃতি নির্ধারিত ততটা নয়, যতটা এর জন্য দায়ী উভয়ের শিক্ষার পার্থক্য এবং সামাজিক প্রথাসমূহ। রোকেয়া ও তাঁর লেখায় সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকারের প্রশ্নটিকে এ যৌক্তিক দিক থেকেই দেখতে ও দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এদিক থেকে রোকেয়াকে একজন উদারনৈতিক নারীবাদী বলা যায়।

তবে সুলতানার স্বপ্ন (Sultana' Dream)-এ তাঁকে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী (Radical Feminist) হিসেবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। সেখানে তিনি নারীর শাসনের যে কল্পনা করেছেন, তাতে সত্যিই তাঁকে একজন র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী (Radical Feminist) হিসেবেও অভিহিত করা যায়। কারণ তারা চায় নারীদের কর্তৃত্ব। তারা প্রচলিত ধারায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক মেনে পুরুষের সব কামনা-বাসনা পুরণের বিপক্ষে।

সমালোচনা: প্রতিকূল সময়ও বিরুদ্ধ পরিবেশের সাথে লড়াইয়ে একজন সমাজকর্মী হিসেবে রোকেয়াকে কিছু আপোষের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। আর সে অপোষ স্বাভাবিকভাবে তাঁর সাহিত্য রচনায়ও প্রভাব ফেলেছে।

অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে রোকেয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। অথচ নিজে তিনি সবসময় পর্দা মেনে চলতেন। আমরা জানি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের পরিচালিকা ও প্রধান শিক্ষায়িত্রী মিসেস আর এস হোসেন স্কুল পরিদর্শনে আগত সরকারি কর্মকর্তা, স্কুল পরিদর্শক কিংবা ছাত্রীদের পুরুষ অভিভাবকদের সাথে পর্দার আড়ালে বসেই তাঁর একান্ত দরকারী আলাপটুকু সারতেন। আজকের দিনে বিষয়টা হয়তো খানিকটা কৌতুককর মনে হতে পারে। সেদিন কিন্তু এর অন্যথা কল্পনা করাই ছিল বরং কঠিন। বস্তুত রোকেয়া নিজে কোনকালেই অনাবশ্যক পর্দার আড়ম্বর পছন্দ করতেন না। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ ব্যাপারে নিজের বিবেকের অনুশাসন মেনে চলতে পারেন নাই। স্কুলের মঙ্গলের দিকে চেয়ে রোকেয়া এ ব্যাপারে সমাজের সবচেয়ে গোঁড়া মানুষদের মতামতকেও অগ্রাহ্য করতেন না। তিনি যদি এভাবে এত সতর্কভাবে অগ্রসর না হতেন তাহলে বোধ হয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল বহুদিন আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

ইব্রাহিম খাঁর তাঁর ''বাতায়ন'' গ্রন্থে রোকেয়ার সাথে সাখায়ার মেমোরিয়াল স্কুলে তাঁর সাক্ষাৎকারের (অবশ্যই পর্দার আড়াল থেকে) যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন এ প্রসঙ্গে তারও খানিকটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে, ''তবু পর্দা করছি কেন জানেন? বুড়ো হয়ে গেছি, মরে যাব। ইস্কুলটা এতদিন চালিয়ে এলাম, আমার মরার সঙ্গে সঙ্গে এও যদি মরে সেই ভয়ে।'' অবরোধ প্রথাকে যিনি প্রাণঘাতক কার্বলিক এসিডের সাথে

তুলনা করেছেন। তাকেই আবার অন্যত্র লিখতে দেখা যায় যে, ''আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দাড়াই নাই। কেউ যদি আমার 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে পর্দা বিদ্বেষ ছাড়া আর কোন কারণ দেখিতে না পান তবে আমাকে মনে করিতে হইবে আমি নিজের মনোভাব ভালোভাবে প্রকাশ করিতে পারি নাই।''[২৬]

অবরোধবাসিনী'র একাধিক গল্পে যিনি বোরকা নিয়ে তীব্র বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি, তিনিই আবার বোরকা প্রবন্ধে লিখেছেন, ''বোরকা পরিয়া চলিতে কোন অসুবিধা হয় না। তবে সে জন্য সামান্য রকমের একটু অভ্যাস থাকা চাই। বিনা অভ্যাসে কোন কাজটা হয়? এ ধরনের স্ববিরোধী বক্তব্য বিশেষতঃ পর্দার ব্যাপারে রোকেয়ার লেখায় আরও পাওয়া যাবে তবে এগুলোকে ঠিক তাঁর মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আভাস বলে মেনে নেয়া যায় না।

শেষ কথা: বেগম রোকেয়ার চিন্তার মধ্যে অসঙ্গতি ছিল। তাঁর বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধিতাও প্রকট। তিনি অনেক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন। তবে সমর্থন-অসমর্থনের প্রশ্ন নয়। কোনো লেখক বা সমাজ চিন্তাবিদই বোধ হয় সমাজ মানসের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একেবারে নিশ্চুপ থাকতে পারেন না। রোকেয়ার সীমাবদ্ধতা তাঁর যুগেরই সীমাবদ্ধতা। সেই সাথে তিনি যে সমাজে জন্মেছিলেন তারও। তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী প্রায় সব লেখক ও চিন্তাবিদের মধ্যে কম-বেশি ও স্ববিরোধিতা দেখতে পাওয়া যায়। এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চেতনার মধ্যেই তা বিদ্যমান, তবে একথা অস্বীকার করতে পারি না যে, তিনি যে প্রাগ্রসর মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন, সাহসী ও স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন, সেখানে তাঁর সমকালে তিনি একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। কোথাও তিনি উদারনৈতিক, কোথাও র‌্যাডিক্যাল নারীবাদী, এ সবই তাঁর সময়কার প্রেক্ষাপট। সমাজের তথা সময়ের প্রয়োজনের তাগিদেই তিনি কোথাও উদারনৈতিক, কোথাও র‌্যাডিক্যাল নারীবাদী। তবে তাঁর উদারনৈতিক বা র‌্যাডিক্যাল নারীবাদী যেভাবেই দেখি না কেন সত্যিই তাঁর উন্নয়ন ভাবনা তথা নারীবাদী চিন্তাধারা এ যুগেও অনন্য এবং বিরল। তিনি ছিলেন স্ব-শিক্ষিত, স্ব-শিক্ষা মানুষকে উন্নত করে, তাঁর মেধাও মননশীলতা তাঁকে বুদ্ধিজীবীর পর্যায়ে নিয়ে যায়। তাঁর কল্যাণ ধর্ম, মানবিক চিন্তা-ভাবনা, সংস্কারধর্মী কর্মকাণ্ড তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসায়। আর তাই তো তিনি ২০০৪ খ্রি. বিবিসি বাংলার জরিপে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী' শ্রোতা জরিপে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেন। তাঁর প্রতিটি বাণী ছিল নারী স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে শানিত তেজ। তিনি ছিলেন পুরুষশাসিত অসম সমাজের বিরুদ্ধে একজন কলমযোদ্ধা। তিনি তাঁর লেখনীর মাধামে বোঝাতে চেয়েছেন যে, নারীও মানুষ। নারীদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া কল্যাণমূলক সমাজ তথা রাষ্ট্র অকল্পনীয়। পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনে নারীর প্রতি বেগম রোকেয়ার আহ্বান বিফলে যায়নি। ১৯৩২ খ্রি. তাঁর মৃত্যুর মাত্র ছয় দশকের পর বাংলাদেশেই নারী প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে শুরু করে কবি, শিল্পী সাহিত্যিক, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, সৈনিক, বৈমানিক, নাবিক, বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ, রাজনীতিবিদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীরা সমান দক্ষতার সাথে কাজ করছে। নারীর প্রতি সব ধরনের বৈমষ্য দূর করার জন্য জাতিসংঘ সনদ সিডোও (CEDAW) প্রণীত হয়েছে। দেশে দেশে নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। আর সেই সময়েই এই স্বপ্ন দেখেছিলেন বেগম রোকেয়া। রোকেয়া নারীর উন্নতির জন্য যে স্বপ্ন তাঁর কল্পনা-মানসে লালন করতেন কালপরিক্রমায় সেই স্বপ্ন অনেকখানিই পূরণ হয়েছে।

সূত্র নির্দেশনা:

১.বাংলাপিডিয়া, (২০২০). *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ.* (bn.banglapedia.org/index.php?title=নারীবাদ), সংগৃহীত ৩০.১০.২০২০।
২. Ranjan, Rajiva (2019). “Understanding Feminism”. *International Journal of English Language, Literature and Translrtion Studies,* Vol. 6, Issue 4, p.1 (Doi: 10.33329/ije/r.64.120). Accessed on October 30, 2020.
৩. Harrison, Keven and Boyd Tony (2018). *Feminism,* July. p.296. (Doi: 107765/97815226137951.00019). Accessed on October 30, 2020.
৪. Guhathakurta, Meghna (1999). *Contemporary Debates in Feminist Theory and Practice*, Dhaka: UPL, p.28.
৫. Banks, Olive (1981). *In Faces of Feminism: A Study of Feminism as a Social Movement.* Oxford: Martin Robertson, p.3.
৬. Thompson, Demise (2020). *Defining Feminism, Australian Feminist Studies,* 9:20, p. 173. (Doi: 10.1080/08164649.1994.9994750). Accessed on October 30, 2020.
৭. Bouchier, David (1998). *The Feminist Challenge*, England: Palgrave Macmillan, p.66.
৮. হুদা,-কুদরত-ই (২০১৯). “*রোকেয়ার নারীবাদ, রোকেয়ার বিপ্লব*”, ঢাকা: প্রথম আলো, ০৬ ডিসেম্বর ।
৯. মতিচুর, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭।
১০. মতিচুর, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১।
১১. আলম, দিদারুল ও আলম অহিদুল (২০১৫). “নারী জাগরণের বিস্ময়কর প্রতিভা বেগম রোকেয়া”, *মহীয়সী ম্যাগাজিন*, পৃ. ১০। (www.e-movement.org/?p=2528), সংগৃহীত ১৯/২/২০১৫।
১২. তদেব, পৃ. ০৭।
১৩. মতিচুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।
১৪. মওদুদ, বেবি (২০১৫). “*রোকেয়াঃ এক অদার্শবাদী মানুষের প্রতিকৃতি*”, পৃ. ২১। (www.arts.bdnews24.com/?p=3248), সংগৃহীত ১৯/২/২০১৫ সংগৃহীত ।
১৫. মতিচুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।
১৬. রেহনুবানিজম, ইভা (২০১৫). “*আলোকয়ী নারী বেগম রোকেয়া*”, পৃ. ১২। (www.somewhereinblog.net/blog/ rehnobanizameva/29072138), সংগৃহীত ১৯/২/২০১৫।
১৭. তদেব, পৃ. ০৭।
১৮. মতিচুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

১৯. হোসেন, মিসেস আর এস (২০০৫). *Sultana's Dream (1958)*, ভারতঃ পেঙ্গুইনি, পৃ. ৩৮।
২০. আলম, দিদারুল ও আলম অহিদুল. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯। (www.e-movement.org/?p=2528), সংগৃহীত ১৯/২/২০১৫ ।
২১. রেহনুবানিজাম, ইভা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬। (www.somewhereinblog.net/blog/ rehnobanizameva/29072138, ১৯/২/২০১৫ সংগৃহীত)
২২. তদেব, পৃ. ১৪।
২৩. তদেব।
২৪. Harrison, Keven and Boyd Tony, Opcit. p.297. (Doi: 10.7765/97815226137951.00019). Accessed on December 30, 2020.
২৫. Wollstonecraft, Mary (1792). *The Vindication of the Rights of Women*, USA: Thomas and Endrews, p.41.
২৬. আকতার, শারমিন (২০১৫). "বেগম রোকেয়া ধর্মহীনা না ধর্মমনা"? *মহীয়সী ম্যাগাজিন*, পৃ. ১৯। (www.mohioshi.com/? p=438, সংগৃহীত ১৯/২/২০১৫।